শব্দোৎসব

আফসানা কিশোয়ার

উৎসর্গ

প্রাণের দিদিয়া 'লি'-কে

কৃতজ্ঞতা

অনুজ আবুল হাসান আবু
বন্ধু প্রচ্ছদ চৌধুরী

আফসানা কিশোয়ারের অন্যান্য গ্রন্থ :

রোজনামচা : ভালবাসা (কাব্যেপন্যাস, মে ২০০৪)
নিষিদ্ধ ইশতেহার (অণুকাব্যগ্রন্থ, একুশে বইমেলা ২০০৫)
নস্টালজিয়া (ছোটগল্পের অণুগ্রন্থ, একুশে বইমেলা ২০০৫)

শুরুর কথা

সে লিখলো :

হাত দুটো কি পকেটে রাখবো, নাকি বাহিরে?
মুখ কি গম্ভীর হবে, না হাসি হাসি?
আমি কি স্পষ্ট চোখে সরাসরি আই কন্ট্যাক্টে কথা বলবো, না চোরা চাহনিতে?
কেউ যদি দেখে ফেলে কান লাল! বুঝে ফেলে শব্দ আটকানো বাচনভঙ্গি!
শুনে নেয় বুকের উপজাতীয় ঢাকের দ্রিম দ্রিম! কী হবে তখন?
এই আড়িপাতা সমাজটা জানবে না
আমি শুধু মানুষটাকে ভালোবাসতে চেয়েছিলাম।
তারা শিকারি কুকুর যেভাবে লাশ খোঁজে তেমনি ভাবে নেমে যাবে প্রেমের সন্ধানে।
আমি কিন্তু কারো ভুল ভাঙাতে পারবো না।
হলুদ ডানার পাখির পালকে মুখ ঢেকে
আমি তার কানে কানে আবারো বলবো, শোনো, আমি শুধু
মানুষটাকে ভালোবাসতে চেয়েছিলাম। তার খ্যাতি-সৌন্দর্য, ইত্যাদিকে নয়,
মনের ভেতর যে-মন, তার বাহিরটা সবুজ
আর ভেতরটা লাল—এটা জানার আগ্রহ ছিল। বুঝতে চেয়েছিলাম
ভস্ম-ছাই কি তাকেও জড়ায় কখনো সখনো? সেসব কি সে টুসকিতে ঝেড়ে ফেলে
অথবা চিতাভস্ম ভাসানোর জন্যে জমায় কোনো গোপন চেম্বারে?
শেষ পর্যন্তও আমি কেবলই মানুষটাকে ভালোবাসতে চেয়েছিলাম,
তার দশ আঙুলে আমার দু হাত মেপে নেবার মতো ভালোবাসা,
কাঁধে কাঁধ দেবার মতো ভরসা দিতে চেয়েছিলাম, বিশ্বাস করো,
বাড়তি আর কিসসু নয়...তুমি অন্তত আমার কথাটুকু মেনে নাও, নেবে তো!
পাগলামি চলছে, চলবে...অপেক্ষায় আর অপেক্ষায়।
বিস্তীর্ণ আকাশ জানে আমার ভালোবাসার রঙিন ঘুড়ি উড়ার খবর।
শুধু মানুষটাকে জানাতে গেলেই ব্যস্ততার ধূম্রজাল, মনের কড়া নাড়লেই
কুয়োর নিস্তব্ধতা - আমি পূর্বাপর বেসামাল।
মৃত্যুও এই প্রেতকে ফিরিয়ে দেবে—এমনই ভয় জাগে,
শঙ্খচূড় ভয়ংকর সৌন্দর্যে বাঁধে মেঘছোঁয়া সাতপাকে; নিজের অজান্তেই
বিষে বিষে নীল নেশা, ঘোলা চোখে
নিজস্ব আশ্রয়হীন চেতনার সৎকার দেখতে দেখতেও জ্বলে উঠি হঠাৎ—কে যেন
ফিসফিসে স্বরে বলে, 'আমি তো তোমার বাগানে
প্রতি ভোরে ফুল হয়ে ফুটি, তোমারই নেই চোখ দেখার।'
আমার কর্নিয়ায় জমাট অন্ধকার, রক্তে ইথানল মিথানলের হলাহল,
অতিক্রম করে যাবতীয় অপ-বিষয় আমি তোমার সামনে যাই, ডাকো নি কাছে,
তবু এলাম স্ব-সাহসে, বলতে—তোমাকে ভালোবেসে
আমি এমনই হয়েছি যে, নেই শক্তি তোমাকে এক কণা নতুন করে হারাবার।
আমি তাকে বলেছিলাম,
এ হোক শুধু তোমার-আমার ঊর্মিরোল,
কবিতা থাকুক ছায়াপথের সেতু হিসেবে।
সে বললো, 'ভালোবাসো, স্বীকার করো এটা নয় পাপ; তবে কিসের এতো দ্বিধা!'
তার দেয়া বরাভয়ে মানুষের সীমানায়
আমাদের একান্ত শব্দোৎসব, নক্ষত্রের সামিয়ানার নিচে।
এটুকু বলতে কেবল মুগ্ধতা নয় , সব পেরিয়ে ভালোবাসি কি যে...

১

তুমি হাসো জলোচ্ছ্বাস
দু চোখের রেকাবিতে
দুর্লভ মোহর।
বাহিরে ছায়া ঘনায়
তুমি আলোক্স-ম্ভ
তাতে উজ্জ্বল ঘর-দোর।

২

ভুল পথে
রক্তাক্ত পা
তাই বলে কি
ভালোবাসবো না!

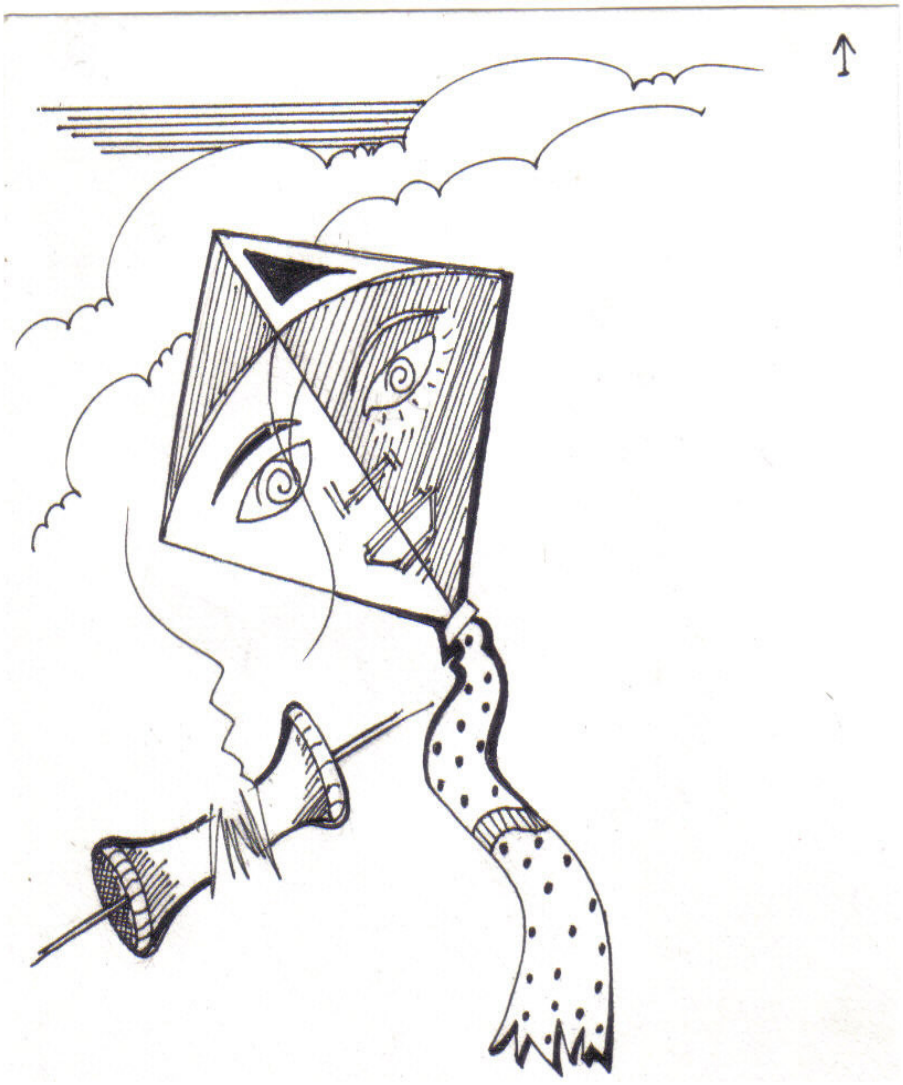

৩

কতোদিন পর তোমার আসা
আকাশে দুষ্টু মেঘ ভাসা
সরলেই রোদ ঝাঁপাবে।

বরফি-আলো ছোট চুলে
না-বলা কথা তোমার দু কূলে
পাক দিয়ে ঘোরে, অস্ফুট রবে।

একদিন যদি তুমি আমি
এক আকাশে হই এক ঘুড়ি
উড়ি শূন্যতার মগডালে?

তুমি দীর্ঘ হলে আমি শ্বাস
দুজনেই কম বেশি দূর্বাঘাস
তখনো কি পিষ্ট করবে পদতলে?

৪

আজ ছিল ধান শুকোনো রোদ
তথাপি আমার ত্বকে গুচ্ছ গুচ্ছ ছত্রাক।
বিশ্বাস করবে না জানি—
রোদে নয়, রাতে জ্যোৎস্নায় সব মুছে গেলো
যখন তুমি 'হ্যালো'র সাথে বললে
আমার নামখানি।

৫

কথার ছুরি
        বুকে রক্তক্ষরণ
নৈঃশব্দের তুবড়ি
        অস্তিত্বে দহন।

৬

তোমার চোখে মিশর
আমি দেখি খাজুরাহো
ইঙ্গিতে ভুল না থাকলে
এমন সর্বনাশ কী করে হলো?

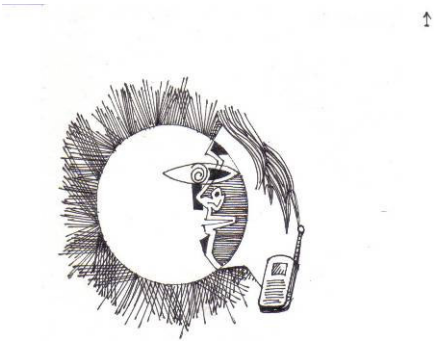

৭

তুমি চাইলেই
বৈশাখের সমাবেশ,
আমার মেঘ গচ্ছিত।
তোমার দু চোখে
কৃষ্ণচূড়ার উঁচু শাখা
তথাপি আমি সমতলে একা।

৮

তোমার মেহেদিছোঁয়া চুলের ব্যাকব্রাশ
ভেঙেছে আমার সন্ন্যাস।
জানি না তুমি কার
অথচ অনায়াসে ছিঁড়েছো পাল
আমার সপ্তডিঙার।

৯

মোবাইলের ওপারে তুমি
আমার বুকে পদ্মঝিল
প্রতি শব্দে মায়ার আলো
দূরে সরে যায় বেদনার নীল।

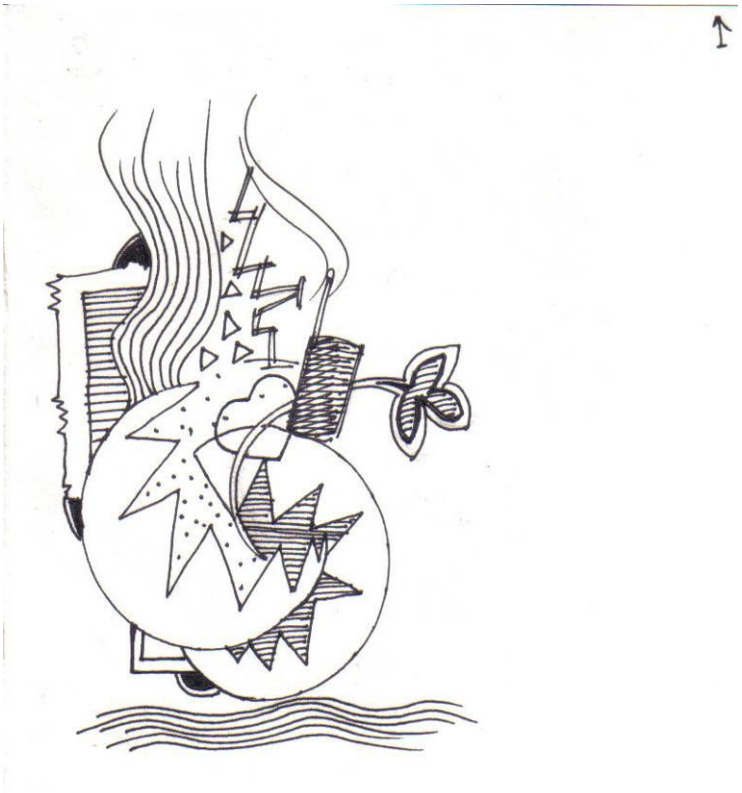

১০

দাঁড়িয়ে কেন? বসো।
শরীর জুড়ে শীতলপাটি
দিয়েছি পেতে,
তবু এতো দ্বিধা কেন
তোমার আগুনে
আমাকে সেঁকতে!

১১

দুঃসময়ের পায়ে বেড়ি,
তোমায় দেখলেই
ভাষা হয় স্থবির;
তুমি কি হবে কারণ মৃত্যুর
কোনো এক অখ্যাত কবির?

১২

ছিন্ন হয়ে খসে পড়ি বারবার
আমায় গুছিয়ে জুড়ে দাও
হয়ে যাই শুধু তোমার।

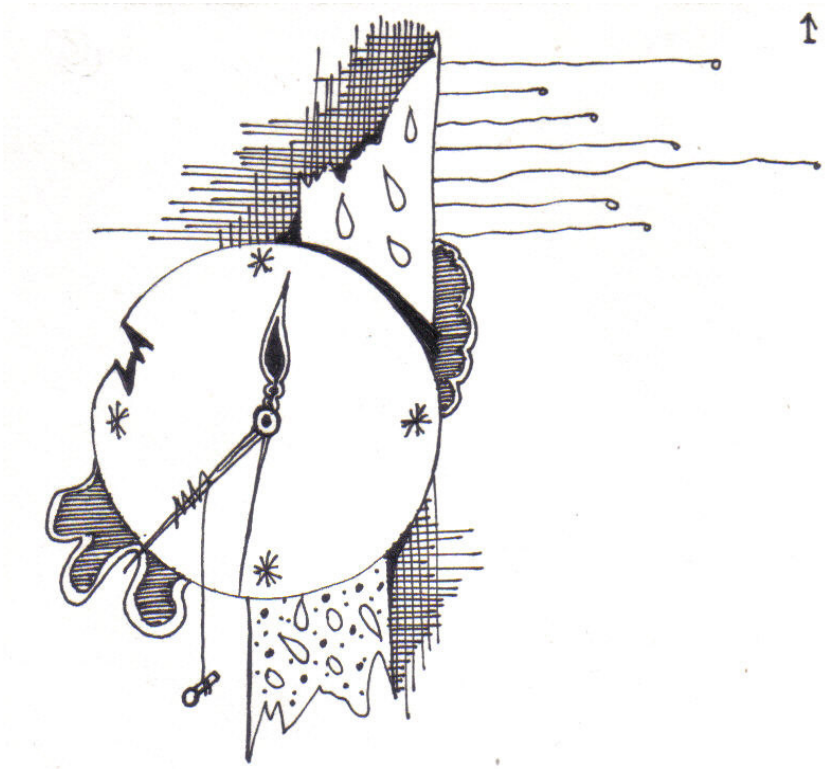

১৩

থাকবে—নেই এই আশা
নক্ষত্রও হারিয়ে যায়
রয়ে যায় শুধু ধ্রুপদী
একপেশে ভালোবাসা।

১৪

শীতরাতে দিয়েছো
কাশ্মিরী শাল
তোমাতেই সমর্পিত অতীত
বর্তমান
ও
ভবিষ্যৎ কাল।

১৫

দু ইঞ্চি ঠোঁটে
রঙিন অধরের ঠাস বুনোট
এখনই উড়াবে ফুঁয়ে গ্রীষ্মের গুমোট।

১৬

যদি ভুল বোঝো
তবে খাই বিষ
ভালোবাসার জন্যে
হই সক্রেটিস।

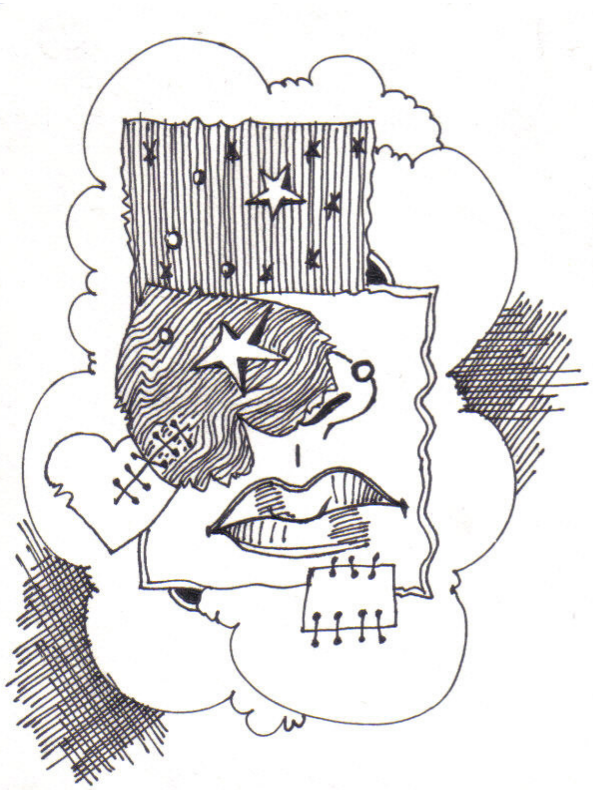

১৭

একুশে তোমার ফোন-কনফারেন্স
সেদিনই আমার আশায় ফাটল
কথার শিরিষে উঠালে মনের বাকল
হৃদয় জুড়ে কালিদাস, অবিরাম মেঘ-মাদল।

১৮

আমার বিশ্ব
        তোমার চোখে
আমি নিঃস্ব
        হারানোর শোকে।

১৯

আমি এখন
নো ম্যান'স ল্যান্ড
বাংলার ছিটমহল
অন্তর জুড়ে
সামুদ্রিক স্যান্ড
না পাবার হলাহল।

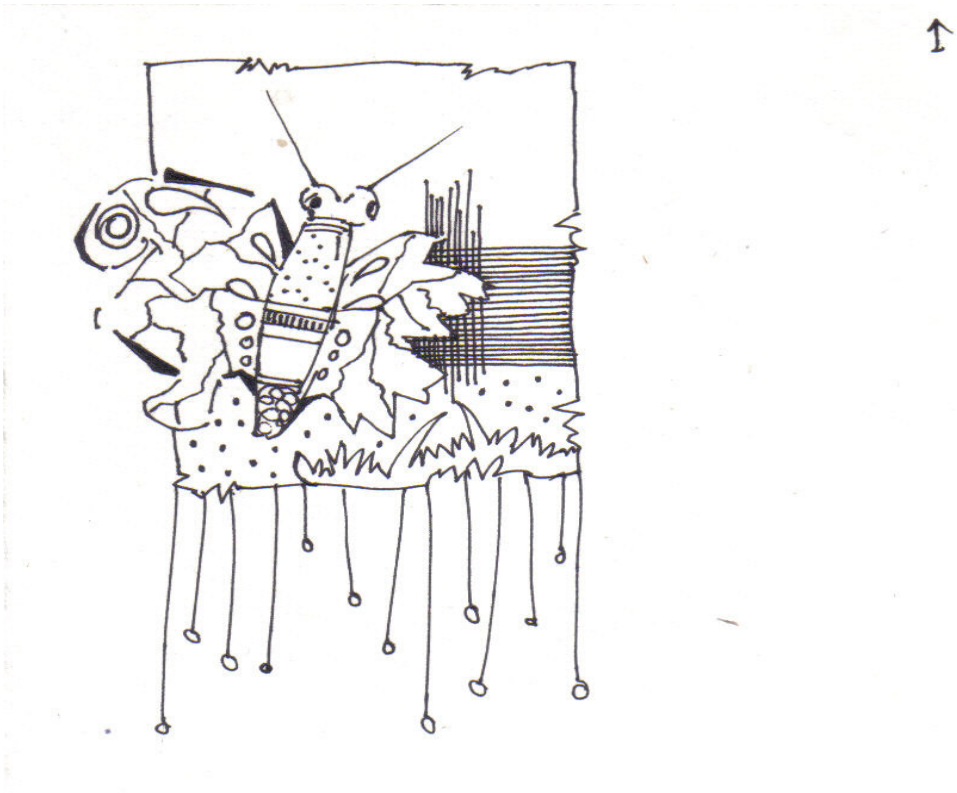

২০

যে কোনো শব্দে
ইদানীং বড্ড কষ্ট
সবকিছু অর্থহীন;
ফেরালাম না কিসসু
থাকুক তোমার কাছে
আমার আমৃত্যু ঋণ।

২১

কালকেও গোলাপ-বাগান
এই বৃদ্ধ শহরে।
এখন উঠতে ক্যাকটাস
বসতে কাঁটা
কাঁপছি একশ চার জ্বরে।

২২

দশ আঙুলে
পক্ব ডালিম
চলে গেলে
শূন্যতার হিম।

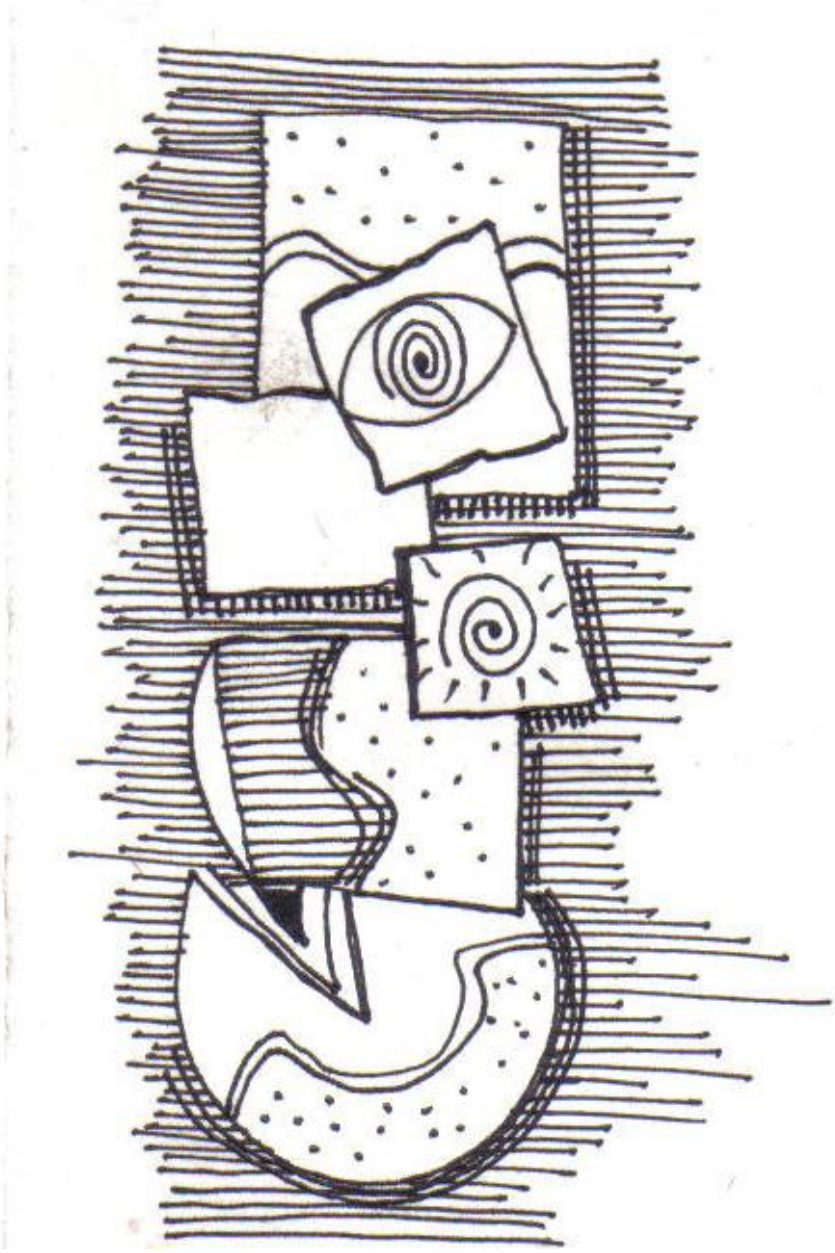

২৩

ডানাভাঙা প্রজাপতি ভুলেছে ওড়া;
এখন মাটির কাছে শুধু বেঁচে থাকা—
জীবন নেই কোথাও, মৃত্যু যেন কাছেই
অপেক্ষমাণ, আবাল্যের সহোদরা।

২৪

ছিলই বিষণ্ন সুর
হলো সামান্য গাঢ়
তুমি থাকো তোমাতেই
কেন এভাবে মারো!

২৫

তুমি কি আকাশ ছুঁয়েছো,
মুঠোয় ধরেছো মাটি?
অবশ্যই। তাইতো তুমি
এতোটা মানবিক, মানুষ
হিসেবে খাদহীন—খাঁটি।

২৬

কোনোদিন তোমার কোলে মাথা গুঁজে তুমুল কাঁদবো।
জানি না সেদিন সম্পর্কের নাম কী হবে!
তবে এটা সত্যি, যদি আমার স্থায়ী খরা চোখে
কখনো বৃষ্টি নামে, তবে তা অন্য কোথাও নয়,
আমি তোমার কাছেই রাখবো।

২৭

ফোন রাখার পর মনের মধ্যে খচখচ
শুনে ফেলো নি তো—আমার বুকের ভেতর চলা
একানব্বইয়ের ঘূর্ণিঝড়ের সাঁইসাঁই, গাছের শাখায় শাখায়
বাড়ি খাওয়ার মতো দাঁতে দাঁত ঠোকার শব্দ,
বোঝো নি তো ফুসফুসে অক্সিজেন কিভাবে অবরুদ্ধ!
এসব আশঙ্কায় ভাসছি যখন তখনো পেটে
দশ পেগ হুইস্কি পড়ার মতো টলমল সত্তা;
বানানো গল্প নয়, বিশ্বাস করো, অস্তি-ত্বের ঝুড়িতে
বিপব-বিদ্রোহ বাজছে, ভীষণ...একেবারে প্রমত্তা।
আমার এখনো স্বপ্ন—অলৌকিক নামবে একদিন
সবুজ চাঁদোয়া নিয়ে, ভিজিয়ে দেবে আমাদের বৃষ্টির পাবনে।
শহরে ধুলো-ধোঁয়া কিসসু থাকবে না,
সেদিন তুমুল স্নান হবে দুজনে।
থাকবে না শরীর জোড়া কারফিউ কিংবা
নিয়মের একশ চুয়ালিশ ধারা।
আমি দরখাস্ত- দেবো, তুমি আমার সহজ তৃষ্ণা—
রক্তের দাবিকে করবে অনুমোদন
দরখাস্তের অঙ্গে এঁকে দেবে তোমার চুম্বনের সিলমোহর-গালা।

বি:দ্র: তোমার ফোনে যখন শান্ত- মাটিতে শিকড় পেতেছি,
তখনই মনে হয়েছে, মোবাইল কোম্পানিগুলোকে এবার থেকে
আরো এক টাকা বেশি দিই। সুখী আমি, আনন্দ আজ সেবাদাস
তোমার বৃষ্টিতে ভিজে, ঢেউয়ের মাথায় জড়ানো রাতের ফসফরাস।

২৮

আমি আজ বিলাসী নূপুর
সারাদিন বাজবো না
পড়ে রবো এক কোণে
কারো পায়ে সাজবো না।

২৯

তোমার সম্পন্ন সত্তায়
আমার কাব্যিক যাত্রা পথ হারিয়েছে প্রতিদিন,
এমনকি প্রতি মিলি-সেকেন্ডেও।
ক্লান্ত কুকুরের মতো জিভ বের করে বসেছিলাম কতো সময়,
তুমি আসো নি দেখাতে সঠিক পথ।
জানতাম, এভাবে আসা তোমার পক্ষে ছিল না সম্ভব, অবুঝ মনে
তবু প্রতীক্ষাই করে গেছি।
কোনোদিন, কোনো একদিন আসবে তুমি অতিথি পাখির মতো,
নিয়ে তোমার শ্যাম চিক্কুর রূপ—যেন বা ধ্যানমগ্ন বক।
এই শীতও কি চলে যাবে আগামীর কাছে, তোমাকে ছাড়া?
আমার বিপন্ন অস্তিত্বে উত্তরাঞ্চলের জাড়-জ্বরা। মায়াবতী হও,
বিস্রস্ত- আমি উলম্ফনে পার হই শনির বলয়,
হয়ে উঠি মু-ক্-ত ধারা।
তোমাকে আশ্রয় করে ঝরি অ-বি-র-ল, আশ্বাস দাও।

৩০

আমি তো পথের ধুলো
অকারণ উড়াউড়ি
তুমি হাঁটলেই পূর্বায়ন
কণা হয়ে জড়িয়ে ধরি।

৩১

আজ শুধু কুয়াশা
মেঘের ঢলাঢলি
তুমি আসো নি, তাই
বিষণ্নতার পদাবলি।

৩২

থার্মোমিটারে ওঠে না
এর নাম 'লাভ ফিভার'
তুমি এলেই জ্বর নামবে
মিটবে হাহাকার শূন্যতার।

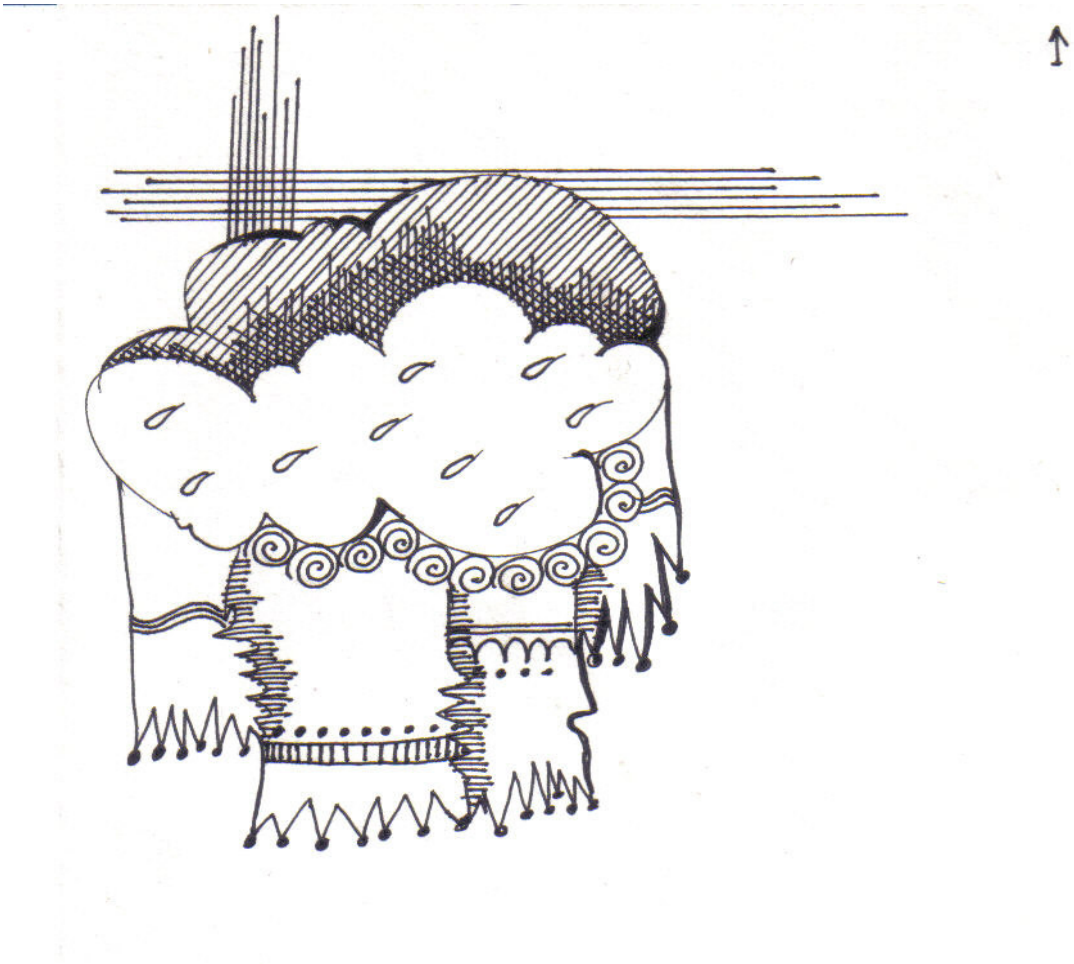

৩৩
তুমি চলিশের পুষ্ট পাথর
চকমকি ঠুকলেই আগুন,
আমি ছাব্বিশের কেয়ারফুল
কেয়ারলেস যত্রতত্র ফাগুন।
তুমি সাজানো ঋতুর
বারোমাসি গান,
আমি এলোমেলো সুরে
ধরো তোমায় বাজালাম।
(সেই সুর বুঝতে তুমি
দয়া করে এনো না কোনো
ব্যবহারিক বাংলা অভিধান)
তোমার লকেটে ঝুলিয়ে দেই যদি
আমার ভাগ্যাহত আকাশ,
পরাবে যতনে নীলার ফাঁস?
দেখো না চলিশ,
কিভাবে জ্বলছে ছাব্বিশ
গোপন হোমে দীর্ঘ দী-র্ঘ মাস...

৩৪

: কেমন আছো?
: ভালো না।
: কেন?
: ইশ্, জানে না যেন!
: শরীর খারাপ? মন? অফিসে গোলমাল?
: সেইসব কিসসু না। আমার মদিরার গাসে
থেকে থেকে একজন—
এই কল্পনাই করছে জ্বালাতন।
: গাস উপুড় করে সব ঢেলে দিলেই হয়।
: বলা সহজ, করা ঠিক ততোটা নয়।
: থাকো তুমি অদ্ভুত সমস্যায়, আমার সময় নেই
শোনার বাকোয়াজ, ফোন ছাড়লাম।
: ছেড়ে দাও সবই, তবু কেন এভাবে বাঁধা পড়লাম?
তুমি জানবে না সম্রাজ্ঞী প্রজার জ্বালা,
আকাশের গায়ে ঘাম,
এক্ষুণি চোখ জুড়ে নামবে মেঘমালা।

৩৫

তোমাকে কেন্দ্র করে যে বৃত্ত
তা হামেশাই অদৃশ্য কালিতে
আমি ভিন্ন কেউ দেখে না
এমনকি তুমিও না।
যুগটা ছিনিয়ে নেবার অধিকারের
হতে পারি নি ডাকাবুকো কিংবা
পরিশীলিত ভাষায় 'ইমপ্রেসিভ' এই ফ্রেমের।
সযতনে তাই ইচ্ছের মৃত্যু দিয়ে
কমিয়ে ফেলি তোমাতে বিস্তৃত বৃত্তের ঘের
তুমি স্বস্তিতে থাকো...

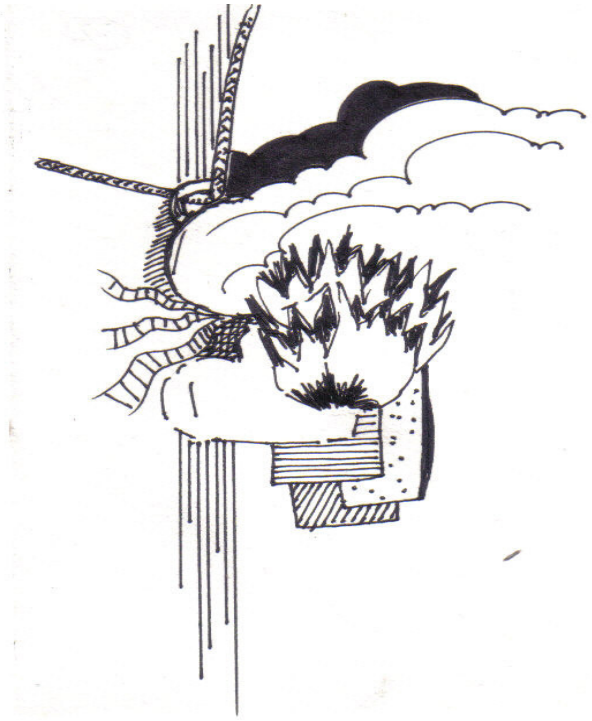

৩৬

ইনস্ট্যান্ট নুড্‌ল্‌সের মতো
ভেবেছি আধুনিক বালিকার কষ্টবোধ,
হারিয়ে যাবে ঝটপট—
ঘটনা ঘটলো উলটো,
শরবিদ্ধ পায়রা প্রতারণা জানে না
শুদ্ধ অনুভবে করছে ছটফট।

৩৭

শব্দ সামিয়ানা যতোদূর চোখ যাবে
দেই যদি টাঙিয়ে, তুমি নেবে? উচ্চারো 'হ্যাঁ';
আজকেই ডাকি ইন্টেরিয়র ডিজাইনার
নামাই কলম-কাগজ-ইরেজার এবং কম্পিউটার।

৩৮

অতঃপর আমি আবারো পথ হারালাম
পরিণতিহীনতার ধুলোয়,
ধুলোয় চোখে জল, জলে ন-নিভন্ত হৃদয়াগ্নি,
অগ্নিকে বুকে চেপে করে যাই
প্রশান্ত- যাপনের ভঙ্গি,
যে কোনো একটা সম্পর্ক রচিত হোক
শূন্যতাকে পিছে ফেলে, এই ছিল প্রার্থনা;
তোমার 'না'-তে অমিল, বি-ফ-ল অবিরাম সাধনা।

৩৯

এই বৃদ্ধ থুরথুরে শহরের ধুলিও
তোমার জলপাই-ত্বক স্পর্শ করার অধিকার রাখে।
শীতবস্ত্র বিতরণে যাও,
সেখানেও মানুষ খুশি হয়ে জড়ায় তোমাকে।
শুধু আমি শব্দ হা-উ-ই ছুঁড়লেই
নিষেধের রাবার-বুলেট,
চোখের দেখা দেখতে চাইলেও লাঠিচার্জ।

পরের জনমে ভূমিদস্যু হবো,
ঠিক চালাবো বাধাহীন লুঠতরাজ।

৪০

শান্তজল, জলের নিচে শ্যাওলা-প্রাচীর
তারও পরে ধ্যানমগ্ন অক্টোপাস—
তোমার থেকে ফোন রেখে আমার
তাই মনে হয়েছে তিন.এক.পাঁচ-এ নিজেকে বারবার।
আট বাহু জোড়া তোমার বলা শব্দের সাঁজি পেতে
আমি বসে আছি দিগ্বিদিক,
দিন-রাতের হিসেব খুবই মামুলি, চারপাশে ধ্বনিময় বুদবুদ,
সেগুলো ধরতে-সাজাতেই আমার প্রাণান্ত-;
হাল ছেড়ে দিয়ে ভেবেছি—এতো ডাটাবেজ, সার্চ-ইঞ্জিন—
ভালোবাসার হিসেব রাখতে কেন আসে না কোনো যন্ত্র,
যাতে সহজেই ধরে রাখা যেতো দিন রঙিন!
মন হেসে বললো, ‘বুকে কান পাতো,
সব পাবে, এমনকি সজ্জিত পাঁচ.এক.তিন।’

৪১

বুকে কষ্ট, ভ্রু-তে কষ্ট
পায়ে পথ নেই,
স-ও-ব নষ্ট, কাজ ভ্রষ্ট।
—কবে আসবে?
এলেই নক্ষত্রের সেমিনার ডাকবো
আকাশের কনফারেন্স টেবিলে।
—বসবে পাশে?
যদি বসো তবে কষ্ট-নষ্ট-ভ্রষ্টের
ককটেল পান করি অনায়াসে।

৪২

আমি বাংলার পরিবর্তিত ঋতু,
শীতহীন ডিসেম্বর।
সম-তাপে পুড়ে যায়
আমার ভেতর-বাহির-ঘর।
তুমি এ জীবনে অকস্মাৎ কম্পন
'সুনামী'য় ক্ষয়-ক্ষতি-ক্ষত
কিছুই রুখতে পারে না,
সব জেনেও আমি তোমাতেই আজানু নত।

৪৩

জিহ্বা জুড়ে বারুদের নকশা, যে কোনো খাবারই বিস্বাদ
শরীরটা ফরমালিনে ডুবন্ত সংরক্ষিত লাশ—
ইদানীং এমনই আমার ধারা। এখন স্পষ্ট বুঝি,
ভালোবাসা কিভাবে তোমার 'শুরু', আমার 'সারা'।

৪৪

নৈঃসঙ্গের পেছনের ছায়াটুকু আমাকে দাও
আমি তোমাকে অনুসরণ করি নিঃশর্তে
একাকিত্বের নোঙর সাময়িক হলেও তুলে নাও
তুমি তো জানো তুমি আমার বোধের পরতে পরতে।
একবার ভরসা করো, আমি তোমার মনের নোনা দেয়াল
ঢেকে দেবো পাস্টিক ইমালশানে।
শুধু হাত বাড়াও, সঙ্গী হবো
যে কোনো অলীক-লৌকিক বনে গহনে।
গ্রহণ করো আমার এতিম দু বাহু
আমি আশ্রিত হই, একলা প্রহর মাড়িয়ে...

৪৫

বুঝবে না তুমি, জানবে না সম্রাজ্ঞী শব্দরেণু
কিভাবে জড়ায় দুঃখী বালিকাকে
বিষম ঋতুতে পরাগায়ণ, এ যেন লগ্ন-ফেরতা কুলটা
বাঁধা পড়েছে সাতপাকে।
অক্ষরের ফানুস, লোহিত কণিকার ছোটাছুটি
ভালোলাগায় মাছের বদলে বটিতে হাত কাটি।
বিবশ বেহাগ ফেরায় বিধ্বস্ত- আফগানিস্তান
ভূতুড়ে হৃদয়ে হাজার ওয়াটের ঝাড়বাতি
আমি নই আর কোনোক্রমেই শীতল গোরস্থান
এ নিশ্চিত জানলাম, তোমার ভাষার হোলিতে
যতোই বলো না তা নিভৃতে...

৪৬

পরিপাটি ঘর বন্য হাতির দাপটে তছনছ
অকাল টর্নেডোতে উড়ে গেছে মনের তেচালা।
সবটা শুনে তুমি বলবে, 'আমি আসি?'
তুমি এলেই তো আবার ইমারত, স্বপ্নের খুঁটি
কড়ি-বরগা গুনতে গুনতে সামাজিক দায়বদ্ধতায়
ইচ্ছের বলিদান; নাহ্, এ বেলা আর তুমি এসো না।
চাঁদের আলোতেও ইদানীং তাপ খুঁজে পাই,
তুমি হয়ে থাকো আমার 'ভুল' জোছনা।

৪৭

নিরাভরণ মননে চষি
এই কোটি নাগরিকের শহর বিনা দ্বিধায় বর্তমানে;
মন জানে, বাহুল্যবিহীন এই আমিই তোমার সহনীয় হবো
কোনো একদিন।
হৃদয়ের নগ্নরূপকে আমি কিছু দিয়েই আর ঢাকি না।
দেহেও নিরাবরণ হবার স্বপ্ন দেখি নিরুপদ্রবে,
আমি বিশ্বাস করতে ভালোবাসি,
তুমি তোমার জলপাই-ত্বকে
এ-ক-দি-ন আমাকে নিঃসংকোচে আবৃত করে দেবে।
তাই কোনো কোনোদিন
আমি নগ্নতার খেলা খেলি নিজের সাথে নিজে আয়োজন করে।
তুমি কবে তাতে যোগ দেবে?

৪৮

বৃষ্টি, বাতাস, শৈত্যপ্রবাহ—একেবারে বিলেতি আবহাওয়া
মনে মেঘ জমছে তো জমছেই
বাহিরটা নোংরা সাদা শার্টের মতো ম্লান।
তার মাঝে তোমার এক লাইনের এসএমএস—
বুকের ভেতর রোদ্দুরের সাঁতার, বেজার খুলে
চেয়ারের গায়ে—আমি আনন্দ-তপ্ত ফার্নেস।
এমনও তাহলে হয়! নিজেকে আবার দেখি 'তোমার চোখে'
পরীক্ষার হলে প্রশ্নোত্তর না-জানা বালিকা
যেভাবে অন্যের উত্তর টোকে কম্প-তরাসে,
তেমনি করে তোমার ভাষা বুঝে নেই গোপন উলাসে।

৪৯

আবহাওয়াবিদদের সব পূর্বাভাস মিথ্যে করে
সূর্য দেখা দিল অনুপম। মন-মেঘের ডানায় বেড়ি,
কোথায় চলে গেলো হুতাশের বেনোজল।
একুশ বার তোপধ্বনির মতো থেকে থেকে
চঞ্চল আমার সারাবেলা। তুমি এসেছো,
তাই অযুত অর্ণব, শূন্যকে ঝুঁটি ধরে সরিয়ে ঝমঝম
সুর মোৎসার্ট, বেজে চলে ভেনেসা মাওয়ের
সমকালীন ছমছমে বেহালা।

৫০

হ্যারিকেন-টাইফুন
ভরদুপুরে পিচরঙা আঁধার
রোদের গায়ে কালো বোরখা
প্রত্যাখ্যান মেলে দিল ড্রাকুলা ডানা।
আমি পোড়ো বাড়ি,
ঘূর্ণির সাথে পাক-খাওয়া ঝরা পাতা
কোথাও হতে পারলাম না এতোটুকু স্থির;
মননে মগজে অবিশ্রান্ত- ভাঙন
নিজেকে বোঝাতে পারছি না
তুমি আমায় কোনোদিনও করবে না গ্রহণ।
পৃথিবীর নিয়ম-কানুন-সমাজ সব মিথ্যে,
তোমাকে ভালোবাসার এ ক্ষণ সত্য,
স্নায়ুতে এখনো তোমাকে দেখার আণবিক নৃত্য
আমি খুন হয়ে যাই...

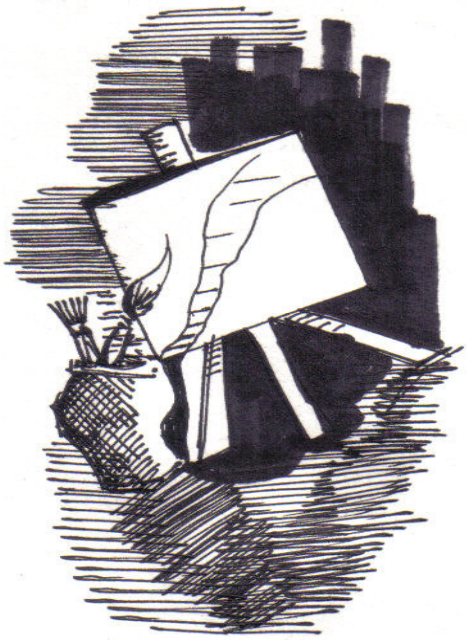

৫১

তুমিও বললে 'মুগ্ধতা'
আমি বলি 'না'
ভালোবাসা না থাকলে
মন 'জ্বলতো' না।

৫২

পেন এন্ড পেপার নেই দরকার;
এখন লেখা, এখনই উত্তর
এসএমএস-এর চক্করে
কাটে রাত টু ভোর।

৫৩

অবিন্যস্ত দুঃখগুলোকে কোনো স্বর্ণালি দিনে
তোমার চিরুনি দিয়ে আঁচড়ে নেবো।
তুমি একান্ত- ব্যক্তিগত জিনিস ব্যবহারে
হয়তো কিঞ্চিৎ বিরক্তই হবে,
আমি সেটা মোটেই আমলে নেবো না।
মাত্রানুযায়ী কষ্ট থরে থরে সাজিয়ে
আবার জায়গা করবো বুকের ভেতর। স্পেস হলেই
বাড়িয়ে দেবো নিজেকে তোমার দিকে,
দ্রুত আরেকবার। ভালোবাসা পেতে নয়,
প্রত্যাখ্যানের অবশ্যম্ভাবিতা জেনেই,
আমার যে দুখিয়াল কারবার।

৫৪

মাঝে মাঝে আমারও জ্বালাতে ইচ্ছে করে
জিপ্পো লাইটারের মতো নীল ধকধকে আগুন।
গনগনে তাপে বরফ গলে ঝরনা হবে
তোমাকে ভিজিয়ে নামবে—
ঊষর ভূমিতে ত্বরিৎ ঘটে যাবে সবুজ প্রজনন।

৫৫

যৌবনে যযাতি
মধ্যম গান্ধার
আকাশে নক্ষত্রবাতি
জলে ভেজে চোখ প্রিয়ার।

৫৬

এভাবে আমার উড়ার স্বাধীনতা কেড়ে নিবে,
ভাবি নি দুঃস্বপ্নেও। শরাবের ফোঁটায় নিষেধ অলিখিত,
তোমার মুখনিঃসৃত এটুকুই যথেষ্ট।
ধোঁয়া মেনে নাও ক্বচিৎ, মদ্যপ তোমার ঘৃণ্য,
ভাবতেই গাস ছুঁড়ে দেই অনন্ে-র পথে।
আমার সকল শুদ্ধতা যেদিন পাবে প্রাণ,
সেদিন কি তুমি আসবে স্নেহের শুভ্ররথে?
আমি অপেক্ষায় রইলাম...

৫৭

‘ভালো নেই মন’—এমনই চলছিল বহুদিন।
চলমানতার বেলাভূমিতে কাঁটা-কঙ্কর অগণিত
ছিল ছড়ানো ছিটানো—পা কেটেছি, চোখে দেখেছি
মরীচিকার নাচন ভরদুপুরে;
কলম-কাগজের সম্মিলনেও মন খারাপের বান
ডেকে গেছে শ্রীকৃষ্ণের বাঁশির মতোন,
শরীর বেজেছে বেসুরো—ছ’তার এক একটা
ঈশান-নৈঋতে। বিশৃংখল বাউন্ডুলে এখন
নিপাট-নিভাঁজ, মা ক্যাঙ্গারুর থলেতে
সন্তানের নিশ্চিন্তির আবাসের সমসত্তায় আশ্রিত,
আশ্রিত একান্ত তোমারই মায়ায়।

৫৮

তুমি পেছন ফিরলে, সিঁড়িতে রাখলে
মরু ঘোড়ার পা, এক্ষুণি চলে যাবে,
আজকের মতো গুটিয়ে নিলে তোমার সীমানা।
শেষ বিন্দুও তোমার অবয়বের
মিলিয়ে গেলো এই ভিড়-ভাট্টার রাজপথে।
থাই অ্যালুমিনিয়ামের বাইরে রোদের চাঁদর,
যতোক্ষণ ছিলে আমি যেন নক্ষত্র—
বেড়ে ছিল নিজের কাছে নিজের কদর।
তুমি বিদায় নিতেই দু চোখে আমাজনের আঁধার
মন চলে গেলো শীতঘুমে, অপেক্ষায় থাকি
সম্রাজ্ঞীর পাটিনাম-হীরের কাঠির ছোঁয়া পাবার।
তুমি না এলে করে নেই ব্যবস্থা
স্থায়ী নিদ্রায় মগ্ন হবার।—খুব সস্তা উচ্চারণ,
তার চেয়েও সস্তা এ জীবন জানি,
তবু স্বপ্ন-দ্যুতিতে তোমারই পাশে বাঁচার জায়গা
দাও না একটুসখানি! সস্তা খরুচে সব অতিক্রান্ত-
কেবল ভালোবাসার চতুর্দোলায় দুলি কয়েকটা দিন
তুমি সম্মত হও...

৫৯

হৃদয়ে স্বপ্ন, মস্তিষ্কে বাস্তব
এ যেন হিসেবি কাবুলি
হতে চায় পথের বৈষ্ণব।
মনের ঘোড়া ছুটছে বেদুইন
কে জয়ী হবে—'লাভ', অর ব্রেইন?

৬০

ধরো, নিকোটিনে পোড়া ঠোঁট ফিরে পেলো জন্মমুহূর্তের লালিমা,
শরাব-বিধৃত লিভার—সে-ও স্বস্থানে, ধরে নেই মাতৃস্তনকালে।
বিন্যস্ত- বেশবাস, শুদ্ধ ভাষার উদ্বাহু অভিযোজন যদি ঘটে দৈবাৎ,
(যদিও খুব কষ্ট হয় শুদ্ধ বাংলা বলতে)
তবে কি বদলে যাবে তোমার আমার সম্পর্কের সমীকরণ?
তুমি বলবে—সবই আমার ভালোর জন্যে।
আমি আমার ভালো কদাপি চাই নি, তবু তুমি চাইলে
আমিও অবশ্যই 'চাই'।
তুমি আশ্বাস দেয়ায় বিশ্বাসী নও, কখনো দিয়ে দিলে
আনমনে—বিনা দ্বিধায় শুরুর 'ধরো'টা বদলে দেই
যে কোনো মিনিটে; এ আমার ফসিল হৃদয়ের শপথ—
তুমি শুধু একবার বলো হবে দ্বৈত-রথ।
আমি রাস পূর্ণিমায় জাগি সারারাত, সাজাতে কোজাগরী উপহার।

●●●●●